ভার্সিটি 'ঘ' স্পেশাল প্রোগ্রাম-2020

বাংলা

লেকচার : Ba-03

বাংলা ১ম পত্র : গদ্য ও কবিতা

বাংলা ২য় পত্র : উপসর্গ ও অনুসর্গ, দ্বিরুক্ত শব্দ, বচন, পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, পারিভাষিক শব্দ

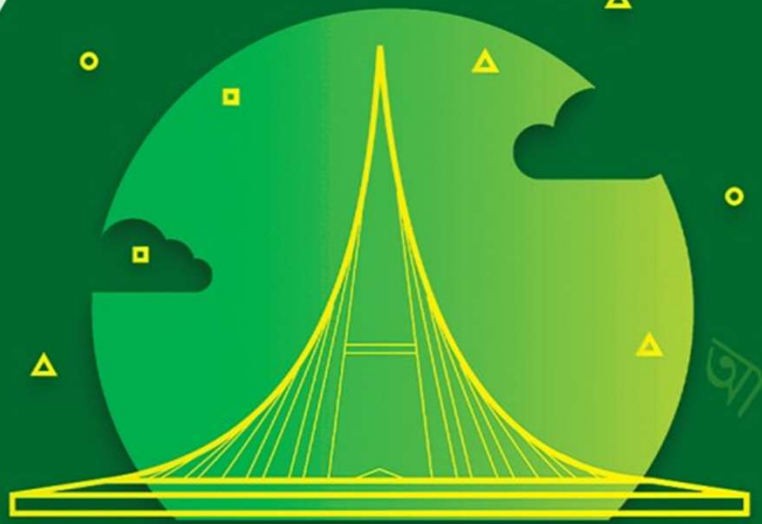

আমার পথ- কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

জন্ম	মঙ্গলবার, ২৫ মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।
মৃত্যু	রবিবার, ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) ।
ডাক নাম	দুখু মিয়া।
শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালির তালিকায়	তৃতীয় (বিবিসি বাংলা বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত ২০০৪ সাল) ।
সাহিত্য চর্চার সময়	১৯১৯-১৯৪২ পর্যন্ত (২৩ বছর) ।
কথা বলার শক্তি হারান	১৯৪২ সালে (৪৩ বছর বয়সে) ।
বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালে।
পদক	জগত্তারিণী পদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে।
বিদ্রোহী কবিতার ৯০ বছর পূর্তি	২০১১ সালে।
কারাবরণ করেন	‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা রচনা করার জন্যে।
সেনাবাহিনীতে যোগদান	১৯১৭ সালে (৪৯ নং বাঙালি পল্টনে) ।

আমার পথ- কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

উপন্যাস	বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)।
গল্পগ্রন্থ	ব্যথার দান (১৯২২): নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১), পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
নাটক	ঝিলিমিলি: প্রথম নাটক, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।
কাব্যগ্রন্থ	বিদ্রোহপ্রধান কাব্য: অগ্নিবীণা (১৯২২), প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, বিষের বাঁশী (১৩৩১), ভাঙার গান (১৩৩১), সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, প্রলয়শিখা। ➲ প্রেমপ্রধান কাব্য: দোলনচাঁপা, ছায়ানট, চক্রবাক।
প্রবন্ধ গ্রন্থ	যুগবাণী: প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ (বি:দ্র: 'তুর্কিমহিলার ঘোমটা খোলা' প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ: কার্তিক) দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু।

আমার পথ- কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

জীবনী গ্রন্থ	মরুভাস্কর (১৯৫০): হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবনভিত্তিক। চিত্তনামা (১৯২৫): দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনভিত্তিক।
অনুবাদ	রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর-খৈয়াম।
গানের সংকলন	বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, নজরুলগীতি, গুলবাগিচা, গীতি শতদল, সুরলিপি, সুরমুকুর, গানেরমালা, সুর সাকী, বনগীতি।

Poll Question-01

- নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত নাটক?

(a) ব্যথার দান

(b) ফণিমনসা

(c) আলেয়া

(d) বিষের বাঁশী

‘আমার পথ’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- আমার কর্ণধার- আমি।
- মনে জোর আসে- নিজেকে চিনলে।
- দম্ভ বা অহংকার নয়- নিজেকে চেনা এবং সত্যকে গুরু/কাণ্ডারি মনে করা।
- অহংকার অনেক বেশি ভালো- মিথ্যা বিনয়ের (যে বিনয়ে মিথ্যা থাকে) চেয়ে।
- মানুষকে ছোট এবং মাথা নিচু করে ফেলে- সত্যের অস্বীকার এবং খুব বেশি বিনয়।
- মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে- অহংকারের পৌরুষ অনেক- অনেক ভালো।
- স্পষ্ট কথায় কষ্ট পাওয়াটা- দুর্বলতা।
- আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে- পরাবলম্বন (পরের উপর নির্ভরশীলতা)।
- সব চেয়ে বড় দাসত্ব- পরাবলম্বন (পরের উপর নির্ভরশীলতা)।
- বাহিরের গোলামি থেকে বের হতে পারে না- যাদের অন্তরে গোলামি ভাব আছে।
- শত্রু, মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি দূর করতে প্রয়োজন- আগুনের সম্মার্জনা।
- কারো বাণীকে বেদবাক্য বলে মানা যাবে না- যদি তা নিজের মনে সত্য বলে সাড়া না দেয়।
- ভুল বুঝতে পারলে- প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব।
- যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে- সে নিজের ধর্মকে সত্য বলে জানে।
- যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে- সে অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।

নেকলেস- (মূল: গী দ্য মোপাসাঁ) (অনুবাদ: পূর্ণেন্দু দস্তিদার)

❐ **লেখক পরিচিতিঃ**

গল্পটির মূল লেখক	গী দ্য মোপাসাঁ
পূর্ণনাম	Henri Rene Albest Guy De maupassant
জন্ম	১৮৫০ সালের ৫ই আগস্ট
মৃত্যু	১৮৯৩ সালের ৬ই জুলাই (মাত্র ৪২ বছর বয়সে)
ছদ্মনাম	Guy De Valmont, Joseph Prunies
উপাধি	আধুনিক বৈশ্বিক ছোটগল্পের জনক।
লেখনীয় মূল বিষয়	মানব জীবন, জীবনের গন্তব্য ও ইচ্ছা এবং সামাজিক বিষয়াবলি।
লেখা	ছোট গল্প – ৩০০; উপন্যাস – ৬; ভ্রমন কাহিনী- ৩; শ্লোক গাঁথা- ১
প্রথম রচনা	১৮৭৫ সালে রম্যরচনা দিয়ে তার সাহিত্যে যাত্রা শুরু হয়। যার নাম- At the rose leaf, tushish house.
ছোট গল্প	A country excursion, A coward, Abandoned, The accent, After, All over, An old man, An adventure in Paris, At sea, Bed 23, CoCo, The adopted son, The Beggar, The Blind man, The cake, The child, The confession, A crisis, The devil, The diamond Neeklace, The Diary of a madman ইত্যাদি।
উপন্যাস	A Life, Nice friend, mont-orisl, Petes & John, stnong as death, our Heat, The Angelus
ভ্রমন সাহিত্য	The Wandaring life, On the water, under the sun.
কাব্য	Des vers (১৮৮০)

‘নেকলেস’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- নিয়তির ভুলেই তার জন্ম হয়েছে – এক কেরানির পরিবারে।
- তরুণীটির ছিলনা কোন- জাতবর্ণ ।
- তরুণীটি ব্যথিত হয়- বাসকক্ষের দারিদ্র্য, হতশ্রী দেওয়াল, জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য।
- তরুণীটি ভাবে তার থাকবে- দুজন বেশ মোটাসোটা গৃহ- ভৃত্য।
- তারা নিদ্রালু হয়ে উঠবে- গরম করার যন্ত্র থেকে বিক্ষিপ্ত ভারি হাওয়ায়।
- বৈঠকখানায় থাকবে- চমৎকার আসবাব।
- তরুণীটি স্বামীর বিপরীতে বসে- সান্ধ্যভোজে।
- খুশির আমেজে সুরুয়ার পাত্রটির ঢাকনা তুলে- তরুণীর স্বামী।
- মুখে থাকবে- সিংহ- মানবীর হাসি।
- কান পেতে শুনবে- চুপিচুপি বলা প্রণয়লীলার কাহিনি।
- তার বান্ধবীটি ছিল- কনভেন্ট-এর সহপাঠিনী এবং ধনী।
- খামে ছিল- ছাপানো কার্ড; কার্ডে ছিল- মুদ্রিত লেখা।
- নিমন্ত্রণ তারিখ ছিল- ১৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যায়।
- কার্ড বেশি দেয়া হয় নি- কর্মচারীদের।
- গোটা সরকারি মহলকে দেখা যাবে- জনশিক্ষামন্ত্রীর আমন্ত্রণ সভায়।

‘নেকলেস’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- প্রবল চেষ্টায় মেয়েটি দূর করে- নিজের বিরক্তি।
- মেয়েটি জবাব দেয়- সিক্তগণ্ড মুছে শান্ত কণ্ঠে।
- স্বামীর চেহারা ম্লান হয়ে গেল- চারশত ফ্রাঁ শুনে।
- স্বামী মেয়েটিকে সাজতে বলেছিল- কিছু সত্যকার ফুল দিয়ে।
- দশ ফ্রাঁতে পাওয়া যাবে- দুটি তিনটি অত্যন্ত চমৎকার গোলাপ।
- মেয়েটির বান্ধবীর নাম- মাদাম ফোরসটিয়ার।
- অদম্য কামনায় মাদাম লোইসেলের বুক- দুর দুর করে।
- মাদাম লোইসেল আনন্দে বিহবল হয়ে পড়ে- হীরার হার দেখে।
- ‘বল’ নাচের অনুষ্ঠানে জয়জয়কার- মাদাম লোইসেলের।
- তার স্বামীকে আপিসে পৌঁছাতে হবে- দশটায়।
- তার স্বামী হার খুঁজে ফিরে আসল- সকাল সাতটায়।
- বান্ধবীকে লিখতে হবে- হারের আংটা ভেঙ্গে গেছে।
- প্যালেস রয়েলের কণ্ঠহারটির দাম ছিল- চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ।
- বাবার মৃত্যুতে লোইসেল মালিক হয়েছিল- আঠার হাজার ফ্রাঁর।
- তারা ধার করেছিল- ষোলো হাজার ফ্রাঁ।

‘নেকলেস’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতিসমূহ

- ‘ও! কি ভালো মানুষ! এর চেয়ে ভালো কিছু আমি চাই না’ –উক্তিটি লোইসেলের (তরুণীর স্বামীর)।
- ‘ওখানা নিয়ে তুমি আমায় কী করতে বল?’–উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)।
- ‘ঐ ঘটনার মতো একটি ব্যাপার কী পরে আমি যাব বলে তুমি মনে কর?’ -উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)।
- ‘কেন আমরা থিয়েটারে যাবার সময় ..... খুব সুন্দর লাগে।’ -উক্তিটি লোইসেলের (তরুণীর স্বামীর)।
- ‘আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার মনে হয় চারশ ফ্রাঁ হলে কেনা যাবে।’ –উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)
- ‘কিছু সত্যকার ফুল দিয়ে তুমি সাজতে পার। এই ঋতুতে .....চমৎকার গোলাপফুল পাবে।’ –উক্তিটি লোইসেলের (তরুণীর স্বামীর)।
- ‘সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি। -উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)।
- ‘ভাই, যা ইচ্ছা এখান থেকে নাও।’ –উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।
- ‘আর কিছু তোমার নেই? –উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)।
- ‘কেন? আচ্ছা, তোমার যা পছন্দ তুমি তা বেছে নাও।’ –উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।
- ‘কেন দেব না? নিশ্চয়ই দেব।’ –উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।
- ‘থামো, তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে ওখানে। আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি।’ –উক্তিটি লোইসেলের (তরুণীর স্বামীর)।
- ‘কী বললে! তা কী করে হবে? এটা সম্ভব নয়।’ –উক্তিটি লোইসেলের (তরুণীর স্বামীর)।

‘নেকলেস’ রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতিসমূহ

- ‘হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। তুমি গাড়ির নম্বরটি টুকে নিয়েছিলে? –উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)
- ‘আমি যাচ্ছি। দেখি যতটা রাস্তা আমরা হেঁটে ছিলাম, সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।’ –উক্তিটি লোইসেলের (তরুণীর স্বামীর)
- ‘ঐ জড়োয়া গহনা ফেরত দেবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।’ –উক্তিটি লোইসেলের (তরুণীর স্বামীর)।
- ‘মাদাম, ঐ হারখানা আমি বিক্রি করিনি, আমি শুধু বাক্সটা দিয়েছিলাম।’ –উক্তিটি স্বর্ণাকারের।
- ‘ওটা আরও আগে তোমার ফেরত দেওয়া উচিত ছিল; কারণ, তা আমারও দরকার হতে পারত।’ –উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।
- ‘কিন্তু মাদাম-আপনাকে তো চিনলাম না-বোধহয় আপনার ভুল হয়েছে-’ –উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।
- ‘না, আমি মাতিলদা লোইসেল।’ –উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর) ।
- ‘হায়, আমার বেচারী মাতিলদা ! এমনভাবে কী করে তুমি বদলে গেলে-’–উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।
- ‘আমার জন্য? তা কী করে হলো?’ –উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।
- ‘সেই যে কমিশনারের ‘বল’ নাচের ..... মনে পড়ে?’ –উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)।
- ‘কথা হচ্ছে, সেখানা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।’ –উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)
- ‘কী বলছ তুমি? কী করে তা আমায় তুমি ফেরত দিয়েছিলে?’ –উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।
- ‘তুমি বলছ যে, আমারটা ফিরিয়ে দেবার ..... হীরার হার কিনে ছিলে?’ -উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বন্ধবীর)।
- ‘হ্যাঁ, তা তুমি খেয়াল করনি? ঐ দুটি এক রকম ছিল?’ –উক্তিটি মাদাম লোইসেলের (তরুণীর)।
- ‘হায়, আমার বেচারী মাতিলদা! আমারটি ছিল নকল। তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না।’ –উক্তিটি মাদাম ফোরস্টিয়ারের (বান্ধবীর)।

সাম্যবাদী- কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

জন্ম	মঙ্গলবার, ২৫ মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।
মৃত্যু	রবিবার, ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) ।
ডাক নাম	দুখু মিয়া।
শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালির তালিকায়	তৃতীয় (বিবিসি বাংলা বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত ২০০৪ সাল) ।
সাহিত্য চর্চার সময়	১৯১৯-১৯৪২ পর্যন্ত (২৩ বছর) ।
কথা বলার শক্তি হারান	১৯৪২ সালে (৪৩ বছর বয়সে) ।
বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালে।
পদক	জগত্তারিণী পদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে।
বিদ্রোহী কবিতার ৯০ বছর পূর্তি	২০১১ সালে।
কারাবরণ করেন	‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা রচনা করার জন্যে।
সেনাবাহিনীতে যোগদান	১৯১৭ সালে (৪৯ নং বাঙালি পল্টনে) ।

সাম্যবাদী- কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

উপন্যাস	বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)।
গল্পগ্রন্থ	ব্যথার দান (১৯২২): নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্হ। রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১), পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
নাটক	ঝিলিমিলি: প্রথম নাটক, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।
কাব্যগ্রন্থ	বিদ্রোহপ্রধান কাব্য: অগ্নিবীণা (১৯২২), প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, বিষের বাঁশী (১৩৩১), ভাঙার গান (১৩৩১), সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, প্রলয়শিখা। ➲ প্রেমপ্রধান কাব্য: দোলনচাঁপা, ছায়ানট, চক্রবাক।
প্রবন্ধ গ্রন্থ	যুগবাণী: প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ (বি:দ্র: 'তুর্কিমহিলার ঘোমটা খোলা' প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ: কার্তিক) দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু।

সাম্যবাদী- কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

জীবনী গ্রন্থ	মরুভাস্কর (১৯৫০) হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবনভিত্তিক। চিত্তনামা (১৯২৫): দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনভিত্তিক।
অনুবাদ	রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর-খৈয়াম।
গানের সংকলন	বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, নজরুলগীতি, গুলবাগিচা, গীতি শতদল, সুরলিপি, সুরমুকুর, গানেরমালা, সুর সাকী, বনগীতি।

সাম্যবাদী- শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য	সমদর্শিতা, সমতা।
সাম্যবাদ	জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ।
পার্সি	পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক।
জৈন	জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতি।
ইহুদি	প্রাচীন হিব্রু বা জু-জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ।
সাঁওতাল, ভীল	ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠীবিশেষ।
গারো	গারো পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীবিশেষ।
কনফুসিয়াস	চীনা দার্শনিক, এখানে তাঁর অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে।
চার্বাক	একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি, তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন না।
জেন্দাবেস্তা	পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা।
সকল শাস্ত্র...দেখ নিজ প্রাণ	ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ, হিন্দুদের বেদ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাইবেল- এভাবে পৃথিবীর নানাজাতির নানা ধর্মগ্রন্থ। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি।

সাম্যবাদী- শব্দার্থ ও টীকা

যুগাবতার	বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ।
দেউল	দেবালয়, মন্দির।
ঝুট	মিথ্যা।
নীলাচল	জগন্নাথক্ষেত্র। নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়। যে বিশাল পাহাড়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না।
কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া	হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় কয়েকটি স্থান।
জেরুজালেম	বায়তুল মোকাদ্দস, ফিলিস্তিনে অবস্থিত এই স্থানটি মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান।
মসজিদ এই...এই হৃদয়	মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মন্দির গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র।
বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা	হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিশ্রিত বাণীই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।
শাক্যমুনি	শাক্যবংশে জন্ম যার, বুদ্ধদেব।
কন্দরে	পর্বতের গুহা, (হৃদয়ের) গভীর গোপন স্থান।
আরব-দুলাল	আরব সন্তান, এখানে হযরত মুহাম্মদ (স) কে বোঝানো হয়েছে।
কোরানের সাম-গান	পবিত্র কোরানের সাম্যের বাণী।

সাম্যবাদী- কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

সাম্য	‘গাহি সাম্যের গান-..... এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান’
সাম্যবাদ	‘সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!’
মানবিক হৃদয়	‘এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই!’
অসাম্প্রদায়িকতা	‘কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত পুঁথি- কঙ্কালে?’
মানবতাবোধ	‘দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?- পথে ফোটে তাজা ফুল!..... হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরাল!’
মানবদর্শন	‘বন্ধু, বলিনি ঝুট,.....এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।’
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	‘এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা, ...এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!’
হৃদয়ধর্ম	‘মিথ্যা শুনিনি ভাই, এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নাই।”

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়- সৈয়দ শামসুল হক

লেখক পরিচিতি

জন্ম	১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এ ডিসেম্বর।
জন্মস্থান	কুড়িগ্রাম জেলা।
পিতা	সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন।
পড়াশুনা করেছেন	ইংরেজি সাহিত্যে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে)।
পেশা জীবন শুরু করেন	সাংবাদিকতার মাধ্যমে।
প্রযোজক ছিলেন	বিবিসি বাংলা বিভাগের।
সাহিত্যে খ্যাতি	সব্যসাচী লেখক।
উল্লেখযোগ্য উপন্যাস	'খেলারাম খেলে যা'।
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস	'নিষিদ্ধ লোবান', নীলদংশন'।
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক	'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'।
আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত	'পরাণের গহীন ভিতর'।
তাঁর 'খেলারাম খেলে যা' উপন্যাসকে বলা হতো	পিন-আপ-নভেল।

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়- সৈয়দ শামসুল হক

লেখক পরিচিতি

উপন্যাস:	➢ এক মহিলার ছবি (১৯৫৯)	➢ সীমানা ছড়িয়ে (১৯৬৪)	
	➢ নীল দংশন (১৯৮১), মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক	➢ মৃগয়ায় কালক্ষেপ	➢ খেলা রাম খেলে যা (১৯৭৯)
	➢ নিষিদ্ধ লেবান (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)	➢ অনুপম দিন (১৯৬২)	➢ স্তব্ধতার অনুবাদ (১৯৮৭)
	➢ বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯)	➢ ত্রাহী (১৯৮৯)	➢ তুমি সেই তরবারী (১৯৮৯)
প্রবন্ধ:	➢ হৃৎকলমের টানে (১ম খণ্ড ১৯৯১, ২য় খণ্ড ১৯৯৫)		
গল্প:	➢ তাস (১৯৫৪)	➢ শীত বিকেল (১৯৫৯)	
	➢ রক্তগোলাপ	➢ আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭)	
	➢ প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২)	➢ সৈয়দ শামসুল হকের প্রেমের গল্প	
	➢ জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০)	➢ শ্রেষ্ঠ গল্প	

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়- সৈয়দ শামসুল হক

লেখক পরিচিতি

কবিতা:	➢ একদা এক রাজ্য ➢ বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা ➢ অগ্নি ও জলের কবিতা ➢ শ্রেষ্ঠ কবিতা ➢ নাভিমূলে ভস্মাধার
কাব্যনাট্য:	➢ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক) ➢ গণনায়ক ➢ নূরলদীনের সারা জীবন ➢ এখানে এখন ➢ ঈর্ষা ➢ যুদ্ধ
অনুবাদগ্রন্থঃ	➢ ম্যাকবেথ ➢ টেম্পেস্ট ➢ শ্রাবণ রাজা
শিশুতোষঃ	➢ সীমান্তের সিংহাসন ➢ আলু বড় হয় ➢ হডসনের বন্দুক
পুরস্কারঃ	➢ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীতিকার) ➢ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬) ➢ আদমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯) ➢ আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩) ➢ কবিতালাপ পুরস্কার (১৯৮৩) ➢ নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০)

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়- কবিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- নূরলদীন ছিলেন- সাহসী কৃষকনেতা।
- সামন্তবাদ- সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রাম হয়েছিল- রংপুর- দিনাজপুরে।
- সংগ্রামটি হয়েছিল- ১৭৮৩ সালে।
- নূরলদীন আন্দোলন করেছিলেন- ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।
- ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দ বাংলায়- ১১৮৯ সাল।
- গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে- ঊনসত্তর হাজার।
- জ্যোৎস্না- ধবল দুধের মত।
- নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস দেয় – বড় চাঁদ।
- অতীত হানা দেয়- মানুষের বন্ধ দরোজায়।
- নূরলদীনের দেখা পাওয়া যায়- বাংলায় যখন কালঘুম।
- নূরলদীনের বাড়ি- রংপুরে।
- রংপুরে নূরলদীন ডাক দিয়েছিল- ১১৮৯ সনে।
- কবিতায় শকুন বলা হয়েছে- পাকহানাদারদের।
- দালাল দ্বারা বুঝানো হয়েছে- রাজাকারদের।

Poll Question-02

- নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক?

(a) নিষিদ্ধ লোবান

(b) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

(c) সীমানা ছড়িয়ে

(d) নাভিমূলে ভস্মাধার

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়- শব্দার্থ ও টীকা

নিলক্ষা	দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী।
ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না	সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রঙকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
স্তব্ধতার দেহ	এখানে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে।
প্রপাত	নির্ঝরের পতনের স্থান। জলপ্রপাত।
হানা দেয়	আক্রমণ করে। আবির্ভূত হয় অর্থে ব্যবহৃত।
কালঘুম	মৃত্যু; চিরনিদ্রা।
মরা আঙিনায়	মৃত্যু নিথর অঙ্গনে।
বাহে	বাপুহে। দিনাজপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধন বিশেষ।
কোনঠে	কোথায় ।

উপসর্গ

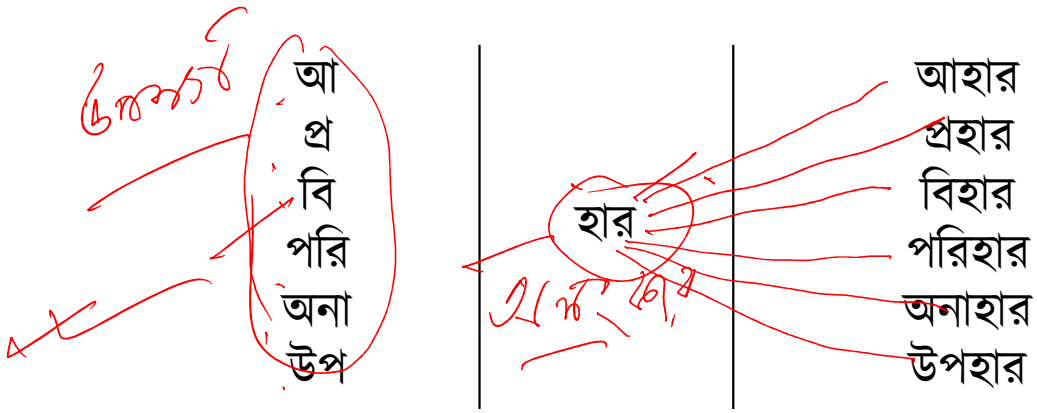

উপসর্গ	ধাতু/শব্দ	নতুন শব্দ
আ	হার	আহার
প্র		প্রহার
বি		বিহার
পরি		পরিহার
অনা		অনাহার
উপ		উপহার

বাংলা উপসর্গ ২১ টি
সংস্কৃত উপসর্গ ২০ টি
বিদেশি উপসর্গ অসংখ্য

বাংলা উপসর্গ

অ অঘা অজ অনা
আ আড় আন আব
ইতি পাতি ঊনা
কদ কু নি
বি ভর রাম
স সা সু হা

উপসর্গ

ফারসি উপসর্গ

বর কম দর কার না বলছি
নিম ফি বে বদ ফারসি।

আরবি উপসর্গ

আম, খাস, লা, গর, বাজে, খয়ের

* হিন্দি + উর্দু = হর
* বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় পাওয়া যায় চারটি

উপসর্গ – আ, সু, বি, নি

সুঃ- সুমনা সুমনের প্রতি সুনজর দেবার সুখবর শুনে সুমন সুদিন দেখে সুকাজ সেরে সুনামের আশা করল।

উপসর্গ

নিঃ নিলাজ লোকটি নিরেট প্লেটে নিখুঁত ভাবে খেয়ে নিভাঁজ পেটে নিখোঁজ হল।

আ+বিঃ নিভুঁই লোকটি আকাড়া ও আধোয়া চাল দিয়ে আলুনি খিচুড়ি রান্নার জন্য আকাঠা- জ্বালানি নিয়ে বিফল চেষ্টা করে বিপথে হাঁটা দিল।

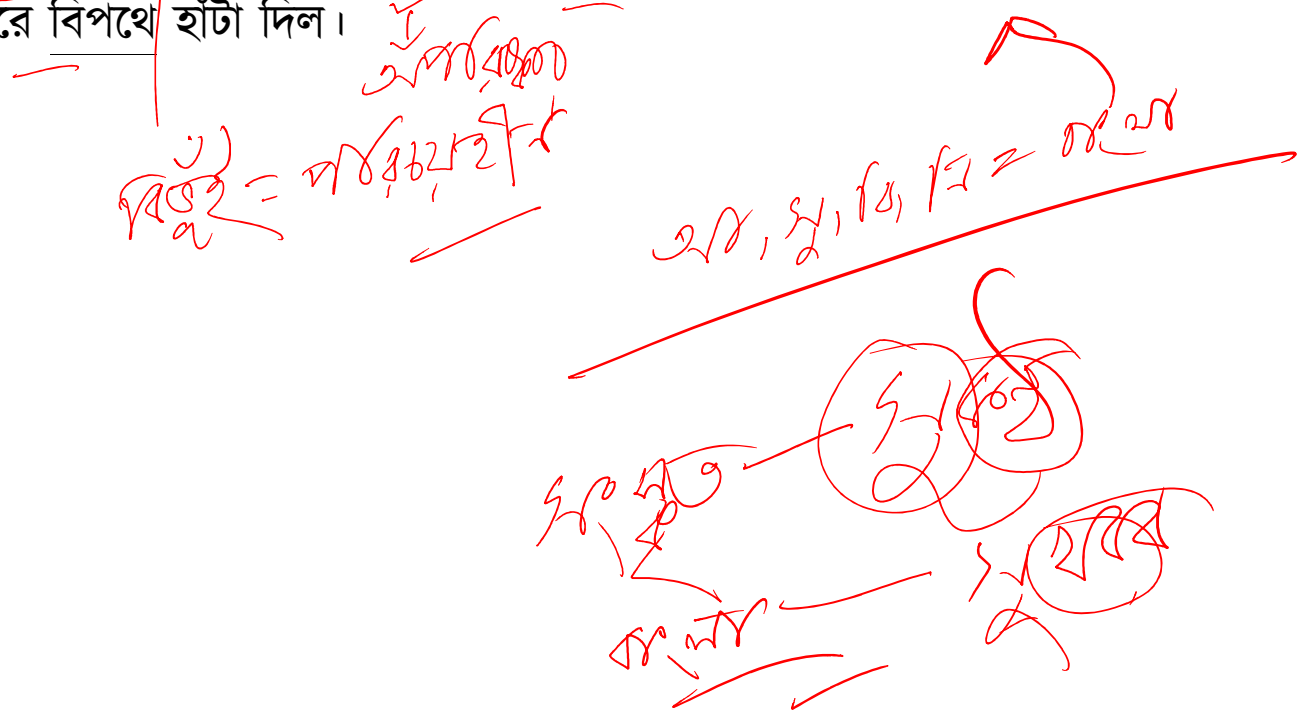

মনে রাখার উপায়

সু হা স,

আদর নি বি। তুই আমাদের অজ পাড়াগাঁয়ের আ সা ভরসা।
রামছাগলদের অনাচার, কুকথা ও আড় চোখে তাকানোকে পাত্তা দিবিনা।তোর জন্যে গাছের আবডালের ঊনপঞ্চাশটি পাতিলেবু ও কদবেল পাঠালাম অচেনা জায়গায় মন আনচান করলে খাবি।
ইতি অঘা রাম

Poll Question-03

- বাংলা উপর্সগ কয়টি ?

(a) 20 টি

(b) 21 টি

(c) 22 টি

(d) 18 টি

উপসর্গ

তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ

তৎসম উপসর্গ বিশটি। প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, সু, উৎ, অধি, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ

মনে রাখার উপায়

অভি ও অপি দুই বোন। নিরক্ষর অভি সুচরিত্রের অধিকারী। অতি দুরে আমেরিকা প্রবাসী অপি, প্রতিদিন বিচরণ করত উপনেতার দরবারে। অপির এই উৎপীড়ন নিবারণ করতে না পেরে মোবাইলে তাকে অপমান করল অভি। পরাজয়ের সমপরিমান অবমাননা সহ্য করতে না পেরে দেশে আগমন করল অপি। এই অনুতাপে খুশি হল সবাই।

বাংলা উপসর্গের মধ্যে সু, বি, নি, আ-এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়।

বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই, যে শব্দটির সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা স্থলে উপসর্গটি বাংলা, আর সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন- সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব, উপসর্গ সু, বি, নি-ও বাংলা। আর সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদাঘ তৎসম শব্দ। কাজেই উপসর্গ সু, বি, নি-ও তৎসম।

উপসর্গ

বিদেশি উপসর্গ

♦ **বিদেশি উপসর্গ ১৯টি-**

নিচে কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হল:

ক. ফারসি উপসর্গ

০১. কার	:	কাজ অর্থে- কারখানা, কারসাজি, কারচুপি।
০২. দর	:	মধ্যস্থ, অধীন অর্থে- দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান।
০৩. না	:	না অর্থে- নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক।
০৪. নিম্	:	আধা অর্থে- নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
০৫. ফি	:	প্রতি অর্থে- ফি রোজ, ফি হপ্তা, ফি বছর।
০৬. বদ	:	মন্দ অর্থে- বদমেজাজ, বদরাগী, বদবখত।
০৭. বে	:	না অর্থে- বেয়াদব, বেকসুর, বেতার।
০৮. বর্	:	বাইরে, মধ্যে অর্থে- বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ।
০৯. ব্	:	সহিত অর্থে- বমাল, বনাম, বকলম।
১০. কম্	:	স্বল্প অর্থে- কমআক্কেল, কমজোর, কমবখত।

উপসর্গ

মনে রাখার উপায়

ফারসি দেশের বর বলেছে ফি বছরও বদ নিমের দরকার কমবেনা।

খ. আরবি উপসর্গ:

০১.	আম	:	সাধারণ অর্থে- আমদরবার, আমমোক্তার।
০২.	খাস	:	বিশেষ অর্থে- খাসমহল, খাসকামরা, খাসদরবার।
০৩.	লা	:	না অর্থে- লাজওয়াব, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
০৪.	বাজে	:	বিবিধ অর্থে- বাজেখরচ, বাজেকথা,বাজেজমা।
০৫.	গর	:	অভাব অর্থে- গরমিল, গরহাজির, গররাজি।
০৬.	খয়ের	:	ভাল অর্থে- খয়ের খাঁ (মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী)।

উপসর্গ

মনে রাখার উপায়

খয়ের খাঁ খাসকামরায় আমজনতার গরহিসাব নিলে অনেকেই লাপাত্তা হয়ে যায়।

গ. ইংরেজি উপসর্গ:

০১. ফুল (Full) : পূর্ণ অর্থে- ফুলহাতা, ফুলশার্ট, ফুলপ্যান্ট।
০২. হাফ (Half) : আধা অর্থে- হাফহাতা, হাফটিকেট, হাফস্কুল।
০৩. হেড (Head) : প্রধান অর্থে- হেডমাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত।
০৪. সাব (Sub) : অধীন অর্থে- সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইনস্পেক্টর

ঘ. উর্দু-হিন্দি উপসর্গ:

হর- প্রত্যেক অর্থে- হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম।
হর + এক- বিভিন্ন অর্থে- হরেক রকম (বিভিন্ন), হরেক আদমি (প্রত্যেক)

অনুসর্গ

- অনুসর্গ অব্যয় পদ।
- অনুসর্গ সাধারণত শব্দের পরে বসে।
- অনুসর্গের কাজ বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে।

অনুসর্গের প্রয়োগ

০১. বিনা/বিনে : কর্তৃকারকের সঙ্গে- তুমি বিনা আমার কে আছে?
বিনি: করণ কারকের সঙ্গে- বিনি সুতায় গাঁথা মালা।
বিহনে : ছাড়া/ব্যতিরেক অর্থে- উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরখ?

০২. সহ : সহগামিতা অর্থে- তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন।
সহিত : সমসূত্রে অর্থে- শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।
সঙ্গে: তুলনায়- মায়ের সঙ্গে এই মেয়ের তুলনা হয় না।

০৩. অবধি : পর্যন্ত অর্থে- সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।

০৪. পরে: স্বল্পবিরতি অর্থে- এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না।
পর : দীর্ঘবিরতি অর্থে- শরতের পরে আসে বসন্ত।

অনুসর্গের প্রয়োগ

০৫. পানে : প্রতি, দিকে অর্থে- ঐ তো ঘর পানে ছুটেছেন। 'শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হনু।'

০৬. মত : ন্যায় অর্থে- বেকুবের মত কাজ করো না।

তরে : মত অর্থে- এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম।

০৭. পক্ষে : সক্ষমতা অর্থে- রাজার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। সহায় অর্থে- আসামীর পক্ষে উকিল কে?

০৮. মাঝে : মধ্যে অর্থে- সীমার মাঝে অসীম তুমি।

একদেশিক অর্থে- এ দেশের মাঝে একদিন সব কিছু ছিল। ক্ষণকাল অর্থে নিমেষ মাঝেই সব শেষ।

মাঝারে : ব্যাপ্তি অর্থে- 'আছ তুমি প্রভু জগৎ মাঝারে।'

০৯. কাছে : নিকটে অর্থে- আমার কাছে আর আসবে?

কর্মকারকে 'কে' বুঝাতে- 'রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে।'

১০. প্রতি : প্রত্যেক অর্থে- মণ প্রতি পাঁচ টাকা লাভ দিব। দিকে বা উপর অর্থে- 'নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।'

১১. হেতু : নিমিত্ত অর্থে- 'কি হেতু এসেছ তুমি কহ বিস্তারিয়া।'

জন্যে : নিমিত্ত অর্থে- 'এ ধন-সম্পদ তোমার জন্য।'

সহকারে : সঙ্গে অর্থে- আগ্রহ সহকারে কহিলেন।

বশত : কারণ অর্থে- দুর্ভাগ্যবশত সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।

দ্বিরুক্ত শব্দ

- দ্বিরুক্তি অর্থ দুবার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে। সেগুলো দুবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের দুবার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন- 'আমার জ্বর জ্বর লাগছে'- ঠিক জ্বর নয়, তবে জ্বরের ভাব অর্থে।

- **দ্বিরুক্ত শব্দ তিন প্রকারের। যথা-**
  ১. শব্দের দ্বিরুক্তি ২. পদের দ্বিরুক্তি ও ৩. অনুকার দ্বিরুক্তি।

০১. শব্দের দ্বিরুক্তি: দিন দিন, রোজ রোজ, ঘন ঘন, কালো কালো, লাল লাল, কে কে, যে যে, কেউ কেউ, পড় পড়, যায় যায়, দেখতে দেখতে, হায় হায়, প্যান প্যান ইত্যাদি।

০২. পদের দ্বিরুক্তি: বিশেষ্য পদ : চোরে চোরে, ভাইয়ে ভাইয়ে, গলায় গলায়।

বিশেষণ : ভালয় ভালয়, উঁচায় নিচায়, ধনীতে ধনীতে।

সর্বনাম : কাকে কাকে, কে কে, কার কার।

ক্রিয়া : হেসে হেসে, যায় যায়, আসি আসি, হাঁটি হাঁটি।

অব্যয় : অব্যয় পদ বিভক্তি যুক্ত হয় না। অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি হয়।

০৩. অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি: ঢং একটি অনুকার অব্যয়। ঢং ঢং দ্বিরুক্তি। এরূপ কলকল, ছলছল, ঝমঝম, ঝনঝন, খাঁ খাঁ, সাঁ সাঁ, ঘ্যানর ঘ্যানর ইত্যাদি।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি

♦ বিভক্তি যুক্ত পদের দুবার ব্যবহারকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলা হয়। এগুলো দু'রকমে গঠিত হয়। যথা-

০১. একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দু'বার ব্যবহার। যথা- ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম। হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ।

০২. যুগ্মরীতিতে গঠিত দ্বিরুক্ত পদের ব্যবহার। যেমন- হাতে-নাতে, বাঘে-বাঘে, আকাশে-বাতাসে, কাপড়-চোপড়, দলে-বলে ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা। (ভাবের প্রগাঢ়তা)

থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।

পদাত্মক দ্বিরুক্তি

যে অর্থে ব্যবহৃত হয়		উদাহরণ	
০১	আধিক্য বোঝাতে	• রাশি রাশি ধান, ধামাধামা ধান। • ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল। • কে কে এল? কেউ কেউ বলে। • রাশি রাশি ভারা ভারা, ধান কাটা হল সারা।	• ভাল ভাল আম নিয়ে এস। • সে সে লোক কোথায় গেল? • লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান।
০২	সামান্য/সামান্যতা বোঝাতে	• আমার জ্বর জ্বর লাগছে। • দেখেছ তার কবি কবি ভাব। • কাল কাল চেহারা।	• আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি। • উড়ু উড়ু ভাব।
০৩	পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা:	• তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।	• তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলছ।
০৪	আগ্রহ বোঝাতে	• ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।	
০৫	তীব্রতা বা সঠিকতা	• গরম গরম জিলাপী।	• নরম নরম হাত। অর্থাৎ এক হাত বা জিলাপী যতটা নরম বা গরম হতে পারে ঠিক ততটাই বোঝায়।
০৬	পৌনঃপুনিকতা	• বার বার সে কামান গর্জে উঠল।	• ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি। একই জিনিস বার বার হওয়া বা করাকে পৌনঃপুনিকতা বলে।
০৭	স্বল্পকাল স্থায়ী	• দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এল।	

পদাত্মক দ্বিরুক্তি

০৮	ভাবের গভীরতা	• ছি ছি, তুমি কী করেছ? • তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। • আর হায় হায় করে লাভ কী?
০৯	ভাবের প্রগাঢ়তা	• ফুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা।
১০	কালের বিস্তার	• থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে।
১১	সতর্কতা বোঝাতে	• ছেলেটিকে চোখে চোখে রাখ।
১২	অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে	• ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
১৩	ক্রিয়া বিশেষণ	• চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা। • ঝড় আসছে হু হু করে। • দেখে দেখে যেও। • ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে? • মনে মনে তুলনা করে দেখলাম। • কৃষক-বধূ মাঝে মাঝে সলজ্জভাবে আমাদের নৌকার দিবে চাইছে।
১৪	বিশেষণ বোঝাতে	• নামিল নভে বাদল ছল ছল বেদনায়। • রোগী বুঝি যায় যায়। • তোমার নেই নেই ভাব আর গেল না।
১৫	বিশেষ্য	• বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে। • পাখিটার ছটফটানি দেখলে কষ্ট হয়। • জিজ্ঞাসিব জনে জনে।
১৬	ক্রিয়া	• কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।
১৭	ধ্বনি ব্যঞ্জনা	• ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

বচন

- বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। বচন দু'প্রকার- একবচন ও বহুবচন।

  একবচন: যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণি, বস্তু বা ব্যক্তির একটি মাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে। যেমন- সে এল। মেয়েটি স্কুলে যায় নি।

  বহুবচন: যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণি, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহুবচন বলে। যেমন- তারা গেল। মেয়েরা এখনও আসে নি।

- কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়।
- বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলী প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃহ হয়।
- সমষ্টিবাচক শব্দগুলোর বেশির ভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

(১) রা-কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা' বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- ছাত্ররা খেলা দেখতে গেছে। তারা সকলেই লেখাপড়া করে। শিক্ষকরা জ্ঞান দান করেন।

(২) গুলা, গুলি ইতর প্রাণি ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন- অতগুলো কুমড়া দিয়ে কি হবে? আমগুলি টক। টাকাগুলো দিয়ে দাও। দ্রষ্টব্য: 'গুলি' কেবল সাধুরীতিতে ব্যবহৃত হয়।

বচন

(৩) কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ-

গণ- দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি। মণ্ডলী- শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি। বর্গ- পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রীবর্গ ইত্যাদি।

(৪) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ-

কুল- কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল ইত্যাদি। সকল- পর্বতসকল, মনুষ্যসকল ইত্যাদি।

সব- ভাইসব, নথিসব, পাখিসব ইত্যাদি। সমূহ- বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি।

(৫) কেবল অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ:

আবলী, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি। যেমন- গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমল, নিকর, মেঘপুঞ্জ, পর্বতমালা, তারকারাজি, বালিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: পাল ও যূথ শব্দ দুটো কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন- রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠ। হস্তিযূথ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

বহুবচনে প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

(ক) বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বুঝানো হয়। যেমন: সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু-ই বুঝায়)। পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)। বাগানে ফুল ফুটেছে (বহুবচন)।

(খ) একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বুঝানো হয়। যেমন: অজস্র লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, বহু মেহমান, নানা কথা, ঢের খরচ, অঢেল টাকা পয়সা ইত্যাদি।

(গ) অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন- হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বড় বড় মাঠ। লাল লাল ফুল।

(ঘ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন-

বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য- মেয়েরা কানাকানি করছে। এটাই করিমদের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না। সকলে সব জানে না।

(ঙ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষায় অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন: আন যোগে- বুজুর্গ-বুজুর্গান, সাহেব-সাহেবান। আত প্রত্যয় যোগে: কাগজ-কাগজাত।

বিঃদ্রঃ- একই সঙ্গে দুবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন- সব মানুষই অথবা সকল মানুষেরাই মরণশীল (ভুল)। মানুষেরা মরণশীল (শুদ্ধ)

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

- যে শব্দে পুরুষ বুঝায় তাকে পুরুষবাচক শব্দ, আর যে শব্দে স্ত্রী বুঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে।
- তৎসম পুরুষবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত এবং স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন- বিদ্বান লোক এবং বিদুষী নারী।
- কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের এ নিয়ম মানা হয় না। যেমন- সংস্কৃতে সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা। বাংলায় সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা।

- **খাঁটি বাংলায় পুরষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দু'ভাগে বিভক্ত:**

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে এবং ২. পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে।

০১. **স্বামী ও পত্নীবাচক অর্থে:** আব্বা-আম্মা, চাচা-চাচী, কাকা-কাকী, জেঠা-জেঠী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নন্দাই-ননদ, দেওর-জা, ভাই-ভাবী/বৌদি, বাবা-মা, মামা-মামী ইত্যাদি।

০২. **সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় অর্থে :** খোকা-খুকী, পাগল-পাগলী, বামন-বামনী, ভেড়া-ভেড়ী, মোরগ-মুরগী, বালক-বালিকা, দেওর-ননদ।

খাঁটি বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়

পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতকগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হল: ঈ, নি, নী, আনী, ইনী, ন।

০১. **ঈ-প্রত্যয়:** বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, ভাগনা/ভাগনে-ভাগনী।

০২. **নি-প্রত্যয়:** কামার-কামারনি, জেলে-জেলেনি, ধোপা-ধোপানি।

০৩. **নী-প্রত্যয়:** কামার-কামারনী, জেলে-জেলেনী, কুমার-কুমারনী, ধোপা-ধোপানী, মজুর-মজুরনী ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় নী-প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হলে অবজ্ঞার ভাবও প্রকাশ পায়। যেমন- ডাক্তার-ডাক্তারনী, জমিদার-জমিদারনী, মাস্টার-মাস্টারনী।

পুরুষবাচক শব্দের শেষে ঈ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং আগের ঈ, ই হয়। যেমন- ভিখারী-ভিখারিনী, মালী-মালিনী।

০৪. **আনী-প্রত্যয়** : ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী, মেথর-মেথরানী, চাকর-চাকরানী ইত্যাদি।

০৫. **ইনী-প্রত্যয়:** কাঙাল-কাঙালিনী, গোয়ালা-গোয়ালিনী, বাঘ-বাঘিনী ইত্যাদি।

উন-প্রত্যয় : যেমন- ঠাকুর-ঠাকরুন।

আইন-প্রত্যয়: যেমন- হুজুর-হুজরাইন ইত্যাদি নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

দ্রষ্টব্য: বাংলায় কতকগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন- অভাগী-অভাগিনী। এরূপ- ননদিনী, গোপিনী ইত্যাদি।

০৩। **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ:** কতকগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। এগুলোর পুরুষবাচক শব্দ নেই। যেমন- শাঁকচুন্নী, সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা ইত্যাদি।

০৪। অনেক সময় আলাদা শব্দে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক বুঝায়। যেমন- বাবা-মা, ভাই-বোন, কর্তা-গিন্নী, ছেলে-মেয়ে, সাহেব-বিবি, জামাই-মেয়ে, বর-কনে, দুলহা-দুলহাইন-দুলাইন-দুলহিন, বেয়াই-বেয়াইন, তাঐ-মাঐ, বাদশা-বেগম, শুক-সারী ইত্যাদি।

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ঈ, আনা, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন-

০১. আ-যোগে:

(ক) সাধারণ অর্থে: মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক: অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শূদ্র-শূদ্রা ইত্যাদি।

০২. ঈ-প্রত্যয় যোগে:

(ক) সাধারণ অর্থে: নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, ষোড়শ-ষোড়শী ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক: সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: মৎস্য ও মনুষ্য শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দে 'য' ফলা লোপ পায়। যেমন- মৎসী ও মনুষী।

০৩. ইকা-প্রত্যয় যোগে:

(ক) স্ত্রী বাচকতা অর্থে- ব্যক্তি বাচক শব্দ + ইকা (যেমন- বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ইত্যাদি)।

(খ) ক্ষুদ্রার্থে- বস্তুবাচক শব্দ + ইকা (যেমন- নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, গীত-গীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি)। এগুলো স্ত্রী প্রত্যয় নয়, ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়।

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

০৪. **আনী যোগ করে:**

(ক) স্ত্রী বাচকতা অর্থে- ব্যক্তিবাচক শব্দ + আনী (যেমন- ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতুল-মাতুলানী, আচার্য-আচার্যানী)।

(খ) বৃহদার্থে- বস্তু বাচক শব্দ + আনী (যেমন- অরণ্যানী, হিমানী)।

সুতরাং বৃহদার্থে আনী প্রত্যয় যুক্ত।

০৫. **নী, ঈনী যোগে:**

যেমন- মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী ইত্যাদি।

০৬. **বিশেষ নিয়মে সাধিক স্ত্রীবাচক শব্দ:**

(ক) যে সব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, স্ত্রীবাচক বুঝাতে যে সব শব্দ 'ত্রী' হয়। যেমন- নেতা-নেত্রী, কর্তা-কত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

(খ) পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, বান, মান, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যথা- সৎ-সতী, মহৎ-মহতী, গুণবান-গুণবতী, রূপবান-রূপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতি, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরিয়সী।

(গ) কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন- সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, রাজা-রাণী, যুবক-যুবতী, শ্বশুর-শাশুড়ী, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর-জা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী ইত্যাদি।

০৭. **নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ:** সতীন, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অন্তঃসত্ত্বা, অসূর্যম্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য: (ক) কতকগুলো বাংলা শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী দু-ই বুঝায়। যেমন- জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু ইত্যাদি।

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়

(খ) কতকগুলো শব্দ কেবল পুরুষ বুঝায়। যেমন- কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার ইত্যাদি।

(গ) কতকগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচকহয়। যেমন- সতীন, সৎমা, সধবা ইত্যাদি।

(ঘ) কিছু পুরুষ বাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা- দেবর-ননদ (দেবরের বোন এবং জা-(দেবরের স্ত্রী), ভাই-বোন এবং ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী (পেশা অর্থে) এবং শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী); বন্ধু-বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধু-পত্নী (বন্ধুর স্ত্রী); দাদা-দিদি (বড় বোন) এবং বউদি (দাদার স্ত্রী)।

(ঙ) খাঁটি বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন-সুন্দর বলদ-সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে-সুন্দর মেয়ে,দুষ্ট ছোঁড়া-দুষ্ট ছুঁড়ি, মেজ খুড়ো-মেজ খুড়ী ইত্যাদি।

(চ) বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন- মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগলী হয়ে গেছে হবে না)। আসমা ভয়ে অস্থির (অস্থিরা হবে না)।

(ছ) কুল- উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন- ঘোষ (পুরুষ)-ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)। কিন্তু আধুনিক মহিলারা কৌলিক পরিচয়ে প্রায়ই স্ত্রীবাচকতা ব্যবহার করেন না। যেমন- নীলিমা ঘোষ, আনোয়ারা চৌধুরী, মনিকা গুহ, রাজিয়া খান ইত্যাদি।

বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ

খান-খানম, বালেগ-বালেগা, মরদ-জেনানা, মালেক-মালেকা, মুহতারিম-মুহতারিমা, সুলতান-সুলতানা।

সংখ্যাবাচক শব্দ

- **সংখ্যাবাচক শব্দ:** সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা লব্ধ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক 'এক'।
- সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার:

০১. অঙ্কবাচক ০২. পরিমাণ বা গণনাবাচক

০৩. ক্রম বা পূরণবাচক ও ০৪. তারিখবাচক

০১. অঙ্কবাচক সংখ্যা : 'তিন টাকা' বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টিকে বুঝায়। আমাদের একক হল 'এক'। সুতরাং এক + এক + এক = তিন।

এভাবে আমরা এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করতে পারি। এক থেকে এক শ পর্যন্ত এভাবে গণনার পদ্ধতিকে বলা হয় দশ গুণোত্তর পদ্ধতি।

০২. পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা : একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায় তা-ই পরিমাণ বা পূরণবাচক সংখ্যা। যেমন- সপ্তাহ বলতে আমরা সপ্ত (সাত) অহ (দিনক্ষণ) = সপ্তাহ, তার মানে সাত দিনের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকি। এখানে দিন একটি একক। এরূপ- সাতটি দিন বা সাতটি একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ, মাস, বছর, শতাব্দী, যুগ ইত্যাদি।

৯ = নং/নয়

১০ = দশং/দশ

২০ = বিশং/বিশ

৩০ = ত্রিশং/ত্রিশ ইত্যাদি পরিমাণ বা গণনা বাচক শব্দ।

(তিন ভাগের এক ভাগ) = তেহাই

(চার ভাগের এক ভাগ) = চৌথা, পোয়া, সিকি।

(চার ভাগের তিন ভাগ) = পৌনে। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে $\frac{১}{২}$ যুক্ত হলে সাড়ে বলা হয়।

সংখ্যাবাচক শব্দ

০৩. **ক্রমবাচক সংখ্যা :** একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বুঝাতে ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন -দ্বিতীয় লোকটিকে ডাক। এখানে গণনার এক জনের পরের লোকটিকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় 'প্রথম' এবং এই লোকটির পরের লোকটিকে বলা হয় দ্বিতীয়। এরূপ: তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

০৪. **তারিখবাচক শব্দ :** বাংলা মাসের তারিখ বুঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে। যেমন- পয়লা বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি।

- তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি তারিখবাচক শব্দ বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

সংখ্যাবাচক শব্দ

নিচে অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হল:

অঙ্কবাচক	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পয়লা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তেসরা
৪	চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছয়ই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নয়ই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগার	একাদশ	এগারই
১২	বার	দ্বাদশ	বারই
১৩	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনের	পঞ্চদশ	পনেরই
১৬	ষোল	ষোড়শ	ষোলই
১৭	সতের	সপ্তদশ	সতেরই
১৮	আঠারো	অষ্টাদশ	আঠারই
১৯	উনিশ	ঊনবিংশ	উনিশে
২০	কুড়ি/বিশ	বিংশ	বিশে...

Poll Question-04

- নিচের কোনটি পূরণবাচক সংখ্যা ?

(a) দশই

(b) ষোল

(c) 12

(d) ষষ্ঠ

পারিভাষিক শব্দ

Obstructive- বাধাসৃষ্টিকারী	Orion- কালপুরুষ	Abstract-বিমূর্ত
Oath- শপথ বাক্য	Pole Star- ধ্রুব তারা	Addendum- পরিশিষ্ট
Accused- আসামী	Progression- অগ্রগতি	Ad- hoc- তদর্থক
Complainant- ফরিয়াদী	Regression- পশ্চাদগতি	Affidavit- হলফনামা
Wit- বাগবৈদগ্ধ	Cosmic dust- মহাজাগতিক ধূলি	Agitation- আন্দোলন
Perfect State- নিখুঁত অবস্থা	Phonology- ধ্বনিতত্ত্ব	Allegation- অভিযোগ
Pertection- চূড়ান্ত উৎকর্ষ	Phonetics- ধ্বনিবিদ্যা	Almanae- পঞ্জিকা
Lopsided- ভারসাম্যহীন	Phonemics- ধ্বনিবিজ্ঞান	Arbiter- সালিশ
Lyse- পাখি বিশেষ	Riot-দাঙ্গা	Arsenal- অস্ত্রাগার
Land of lotus- eater- উদাসীন স্বপ্নবিলাসী	Deadlock- অচলাবস্থা	Ancestor- পূর্বপুরুষ
Spectrometer- আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র	Ambiguous- দ্ব্যর্থক	Apartheid- বর্ণবৈষম্য
Constellation- তারকাপুঞ্জ	Constituency- নির্বাচনি এলাকা	Apprentice- শিক্ষানবিশ
Binary Star- যুগল নক্ষত্র	Lyric- গীতিকবিতা	Asylum- আশ্রয়
Comet- ধূমকেতু	Forgery- জালিয়াতি	Ballot- গোপন ভোট
Eclipse- গ্রহণ	Civil War- গৃহযুদ্ধ	Blue Print- প্রতিচিত্র
Partial eclipse- খণ্ডগ্রাস	Blocade- অবরোধ	Bloc- শক্তিজোট
Galaxy- ছায়াপথ	Excise duty- আবগারি শুল্ক	Calligraphy- হস্তলিপিবিদ্যা
	Philology- ভাষাবিদ্যা	Canon- নীতি

পারিভাষিক শব্দ

Meteonite- উল্কা	Blank Verse- অমিত্রাক্ষর ছন্দ	Cease fire- যুদ্ধ বিরতি
Mecorite- উল্কাপিণ্ড	Abeyance- স্থগিতাবস্থা	Censure- তিরস্কার
Observatory- মানমন্দির	Abolition- বিলোপসাধন	Census- আদমশুমারি
Legal Statement- জবানবন্দি	Great Bear- সপ্তর্ষিমণ্ডল	Licence- ছাড়পত্র
Consignment- চালান	Guild- সংঘ	Marsh- জলাশয়
Casting Vote- নির্ণায়ক ভোট	Hand bill- ইশতেহার	Materialism- বস্তুবাদ
Deputation- প্রেষণ	Hemisphere- গোলার্ধ	Meteorology- আবহবিদ্যা
Diploma- উপাধিপত্র	Hangar- বিমানশালা	Mint-টাকশাল
Disposal- নিষ্পত্তি	Hoarder- মজুতদার	Nomads- যাযাবর
Delinquency-অপরাধ	Horoscope- কোষ্ঠী	Notification- প্রজ্ঞাপন
Draft- খসড়া	Idealism- ভাববাদ	Oyster- ঝিনুক
Ejectment- উচ্ছেদ	Impeachment- অভিসংশন	Ombudsman- ন্যায়পাল
Emancipation- মুক্তি	Imperialism- সাম্রাজ্যবাদ	Palaeontology- প্রত্নজীববিদ্যা
Embankment- বাঁধ	Imprisonment- কারাদণ্ড	Parasite- পরজীবী

পারিভাষিক শব্দ

Embargo- অবরোধ	Injunction- নিষেধাজ্ঞা	Penal code- দণ্ডবিধি
Emerald- পান্না	Intelligentsia- বুদ্ধিজীবী সমাজ	Pawn- বন্ধকী জিনিস
Emporium- শহর	Ivory- হস্তীদন্ত	Pestilence- মহামারি
Etiquette- শিষ্টাচার	Interim- অন্তবর্তীকালিন	Posthumous- মরণোত্তর
Fiction- কথাসাহিত্য	Intrusion- অনধিকার প্রবেশ	Plaint- আর্কি
Morality- সদাচারণ	jurisdiction - এখতিয়ার	Plaintiff- ফরিয়াদি
Fiscal Policy- রাজস্বনীতি	Just War- ন্যায় যুদ্ধ	Pledge- বন্ধক/জামিন
Forfeit- বাজেয়াপ্ত করা	Juvenile- কিশোর	Preamable- প্রস্তাবনা
Fortnightly- পাক্ষিক	Jurisprudence-আইন শাস্ত্র	Quotation- মূল্যজ্ঞাপন
Frontier- সীমান্ত	Key-note- মূলভাব	Qwinquennial- পঞ্চবার্ষিক
Fugitive- পলাতক	Knave- প্রতারক	Race Course- ঘোড়দৌড় স্থান
Fauna- প্রাণিকুল	Latitude- অক্ষাংশ	Rainbow- রংধনু
Funeral- শেষকৃত্য	Lagoon- উপহ্রদ	Ransom- মুক্তিপন
Garrisom- সৈন্যদল	Livestock- পশুসম্পদ	Rebate- বাট্টা
Gist- সারমর্ম	Longitude- দ্রাঘিমা	Rule of Low- আইনের শাসন
Glossary- শব্দপঞ্জি	Low Water- ভাটা	Referendum- গণভোট
Sheer- নির্ভেজাল	High Water- জোয়ার	Agenda- আলোচ্যসূচি
Replica- প্রতিরূপ	Reciprocal- অন্যান্য	Quarterly- ত্রৈমাসিক
Sabotage- অন্তর্ঘাত	Assimilation- সমীভবন	Acknowledgement- প্রাপ্তি
Secular- ধর্ম নিরপেক্ষ	Dissimilation- বিষমীভবন	Attendant- পরিচালক

পারিভাষিক শব্দ

Scrutiny- সমীক্ষা	Long Consonant- দ্বিত্ব ব্যঞ্জন	Book Post- খোলা ডাক
Tenancy- প্রজাস্বত্ব	Umalut- অভিশ্রুতি	Carbon di-oxide- অঙ্গারাম্লাজান
Terminology- পরিভাষা	Euphonic glides- অ-শ্রুতি	Cess- উপকর
True Copy- অনুলিপি	Lid- ঢাকনা	Code- সংকেত
Usage- প্রথা	Chest- সিন্দুক	Deed of gift- দানপত্র
Unprecedented- অভূতপূর্ব	Coarse Flour- আটা	Dialect- উপভাষা
Universal Suffrage- সর্বজনীন ভোটাধিকার	Syrup- শরবত	Encyclopedia- বিশ্বকোষ
Vicious Circle- দুষ্টচক্র	Venison- হরিণের মাংস	Forecast- পূর্বাভাস
Yarn- সুতা	Pumpkin- কুমড়া	Gunny- চট
Zodic- রাশিচক্র	Spinach- পালংশাক	Hood- বোরখা
Morphology- শব্দতত্ত্ব	Massh mint- পুদিনা পাতা	Lien- পূর্বস্বত্ব
Semanties- অর্থতত্ত্ব	Cardamom- এলাচি	Memorandum- স্মারকলিপি
Lexicography- অভিধানতত্ত্ব	Black pepper- গোল মরিচ	Nursery- শিশুগার
Phoneme- ধ্বনিমূল	Mustard- সরিষা	Organ- অঙ্গ
Prothesis- আদি স্বরাগম	Formalin- জীবানুনাশক	Vocation- বৃত্তি
Anaptyxis- মধ্যস্বরাগম/ বিপ্রকর্ষ/ স্বরভক্তি	Prose- গদ্য	White paper- শ্বেতপত্র

পারিভাষিক শব্দ

Apothesis- অন্ত্যস্বরাগম	Boarding house- ছাত্রাবাস	Year book- বর্ষপঞ্জি
Apenthesis- অপিনিহিতি	Lesson- পাঠ	Queue- সারি
Dissimilation- অসমীকরণ	Shield- ঢাল	Nebula - নীহারিকা
Vowel harmony- স্বর সঙ্গতি	Sprawn- বাগদা চিংড়ি	Allegiance-আনুগত্য
Progressive- প্রগত	Lizard- টিকটিকি	Blue - Print = নীলনকশা
Regressive- পরাগত	Oli beetle- তেলাপোকা	Book -post = খোলা ডাক
Mutual- মধ্যগত	Mercary- পারদ	Bail = জামিন
Cabinet = মন্ত্রি পরিষদ	Dush- গোধূলি	Bond = প্রতিজ্ঞাপত্র
Cartoon = ব্যঙ্গচিত্র	Ballad- গীতিকা	Booklet = পুস্তিকা
Calligraphy = হস্তলিপিবিদ্যা	Dialect = উপভাষা	E-mail (e-mail) = বৈ-ডাক
Corbondi - oxide =অঙ্গারাম্লাজান	Dead letter = নির্লক্ষ্য পত্র	Elevator = উত্তোলক
Handloom = তাঁত	Deputation = প্রতিনিধিত্ব	Emancipation = মুক্তি
Hygiene = স্বাস্থ্যবিজ্ঞান	Deed of gift = দানপত্র	Emblem = প্রতীক
Leap year = অধিবর্ষ	Embargo = অবরোধ	Feudal = সামন্ততান্ত্রিক
Kinsman = জ্ঞাতি	Earned leave = অর্জিত ছুটি	Gazetter = ভৌগোলিক অভিধান
Kit-bag = সজ্জা-থলে	Granary = শস্যাগার	Genealogy = বংশবিজ্ঞান
Key note = মূলভাব, মর্ম	Just war = ন্যায় যুদ্ধ	General amnesty = সাধারণ ক্ষমা
Juvenile delinquency = কিশোর অপরাধ	Jurisdiction = এখতিয়ার	Gist = সারমর্ম

পারিভাষিক শব্দ

Jury = নির্ণায়ক বর্গ, জুরি	Imperialism = সাম্রাজ্যবাদ	Immigrant = অভিবাসী
Index = সূচি,নির্ঘণ্ট	Hemisphere = গোলার্ধ	Myth = পৌরাণিক কাহিনী
Hangar= বিমানশালা	Notary public = লেখ্য প্রমাণক	Mayor = নগরপাল
Letter of credit = আকালপত্র	Mercury = পারদ	Memorandum = স্মারকলিপি
Low-water = ভাটা	Livestock = পশুসম্পদ	Lexicon = অভিধান

না বুঝে মুখস্থ করার অভ্যাস প্রতিভাকে ধ্বংস করে